East West University
EAST WEST UNIVERSITY
LIBRARY
43, Mohakhali, C/A

যুগান্তর —
১ ফেব্রুয়ারী, ২০১০
পৃষ্ঠা — ৪
শ্রেণীসংখ্যা — ৩৭০.৪০৮
যুগান্তর, পৃ: ৪, ০১.০২.১০

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

সময় ও সুযোগের সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক

দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক

ঘটনা ও কালের প্রবাহে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক এখন এক তাৎপর্যময় অধ্যায়ের সূচনালগ্নে। এ সুযোগটির পূর্ণ সদ্ব্যবহার উভয় দেশ এবং দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধির সিংহদুয়ার খুলে দিতে পারে। এ অঞ্চলে বিশ্ব জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ লোকের বাস। উন্নয়নের ইতিহাস বলে যে জনশক্তি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সোপানে একটি বড় উপাদান। আবার দক্ষিণ এশিয়াতেই পৃথিবীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চল্লিশ ভাগের অবস্থান এবং এটি যে কোন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও এর সামাজিক রূপান্তরের বড় চ্যালেঞ্জও বটে। এ অঞ্চলের দক্ষ জনশক্তি, প্রযুক্তির উৎকর্ষসাধন, ধর্ম-ভাষা-সংস্কৃতি-বৈচিত্র্য, খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য, বনজসম্পদ, উর্বর কৃষিজমি, বহির্বাণিজ্যের জন্য সমুদ্রমুখী অবস্থান, মোটামুটি অনুকূল জলবায়ু এবং সর্বোপরি পরিশ্রমী কিষান-কিষানী ও উদয়াস্ত হাড়ভাঙা খাটুনিতে প্রস্তুত শ্রমজীবী মানুষ এখানে টেকসই মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রবল স্রোত সৃষ্টি করতে অবশ্যই পারঙ্গম। বাধার পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সহস্রাব্দ প্রাচীন সনাতনী মনমানসিকতা, অবিশ্বাস, চিন্তাচেতনার স্থবিরতা, আত্মপ্রত্যয়ের নিদারুণ ঘাটতি আর বর্তমান সময়ের নিঠুর বাস্তবতার নিরিখে বিশাল পরিবর্তনের অপরিহার্যতার পথে প্রতিবন্ধকতা।

সময় এসেছে মিউমিউ বাদ দিয়ে সিংহনাদে সব আগল ও সব মনোবিকার ভেঙে দিয়ে কল্যাণের পথে বলিষ্ঠ, দ্রুত ও বিরাট পদক্ষেপ গ্রহণের। এটি শুরু হতে পারে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও স্বার্থরক্ষার সম্মানজনক পরিকাঠামোর মধ্যেই। এভাবে সূচিত বিশাল মাপ ও বিস্তৃত পরিসরের আর্থ-সামাজিক ও প্রাকৃতিক কর্মকাণ্ডের ইতিবাচক ধারায় এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশও স্নাত হবে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ভারত সফর এবং তাৎপর্যবহ ও বাস্তব সম্ভাবনাময় উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলোর সমাহারে প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারে দুটি দেশের অগ্রগতির আকাশে শক্তিশালী ধারায় এগিয়ে যাওয়ার সূর্যোদয় হয়েছে। মাত্র কয়েকজন বিশ্ববরেণ্য নেতার কাতারে শেখ হাসিনাকে ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার প্রদান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মূল্যবান উক্তি 'শেখ হাসিনা শুধু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নন, তিনি একজন বিশ্বনেতা' এক্ষেত্রে স্মর্তব্য। তাছাড়া শতাব্দী প্রাচীন কতগুলো বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষর এবং যৌথ ইশতেহারে দুই প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ়প্রত্যয়ী ঘোষণা অগ্রগতির পথের কাঁটা হিসেবে মানসিকতার অচলায়তন ভাঙার প্রতিশ্রুতি বহন করে। দুটি প্রতিবেশী দেশের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সমস্যা থাকতেই পারে। ভারত ও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যে সমস্যারাজি বড়মাপের এবং আশু সমাধানের দাবিদার সেগুলোর একটি, উভয় দেশে বিশেষ করে আমলাকুলের নেতিবাচক মানসিক প্রতিবন্ধকতাকে নিদেনপক্ষে নিরপেক্ষকরণ। আর এ মনোকষ্ট দূর করতে পারলেই অভিন্ন নদীগুলোর ন্যায্য পানি বণ্টনের বিষয়, সন্ত্রাস নির্মূল, সীমান্ত নিরাপত্তা, মাদক, অস্ত্র ও সন্ত্রাসী-বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমনে যৌথ তৎপরতা, সমুদ্রসীমা নির্ধারণ, মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন, বন্দর ব্যবহারে সর্বোচ্চ ফায়দা লাভ, বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভারতের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত/পণ্য পরিবহন এবং বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলবিদ্যুৎ মাধ্যমে তীব্র জ্বালানি সংকট নিরসনের বিষয়াদির সুষ্ঠ, সন্তোষজনক ও দুই স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের মধ্যে যথোপযুক্ত মর্যাদাপূর্ণ সমাধান করা সম্ভব হবে। তাতেই সূচিত হবে দু'দেশ এমনকি উপ-আঞ্চলিক পরিধিতে টেকসই মানবসম্পদ উন্নয়নের সম্ভাবনার দুয়ার।

সর্বাগ্রে যে ক'টি বিষয়ে সজ্ঞান এবং সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে তা হল ভারতে প্রধানত আমলাতান্ত্রিক সংকীর্ণতাবোধ থেকে সাউথ ব্লকে কথিত 'বার্থ রাষ্ট্রের' সংজ্ঞা থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করে মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির অধীনে ছিটমহল ও এপার-ওপার চলাচলে (বাংলাদেশের অংশ পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হয়েছে) সংসদে চুক্তি অনুমোদনসহ পূর্ণ বাস্তবায়ন করা। বেসামরিক ব্যক্তিদের বিএসএফ গুলি করে হত্যা করার অভিযোগের তিক্ততাকে অবশ্যই ভারতকেই দূর করতে হবে। ১৯৯২ সালের শেষাশেষি একতরফাভাবে বাংলাদেশ সরকার ভারত থেকে আমদানি করা সব পণ্যের মুক্ত তালিকার ওপর শুল্ক বাধা অনেক উঁচু থেকে একেবারে সমতলে নিয়ে আসে। স্টেপ বাই স্টেপ দেয়া-নেয়ার ভিত্তিতে শুল্ক হ্রাস না করার কাঁচা কাজটির সুযোগ না নিয়ে এক্ষেত্রে ব্যাপক ও মুক্তমন আলোচনায় বাংলাদেশী পণ্যের প্রবেশাধিকারের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিলে দু'দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে যেমন বিশাল পদক্ষেপ সূচিত হবে তেমনি কখনও

কখনও অহেতুক ছিদ্র অন্বেষণকারীদের মুখ বন্ধ করাও সম্ভব হবে। ভারতের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ও আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত বিশেষজ্ঞসহ অনেকেই একমত যে, টিপাইমুখে বাঁধ নির্মাণ করা হলে বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে মারাত্মক কৃষি ও পরিবেশ বিপর্যয় নেমে আসবে। তাই এ সম্পর্কিত আশ্বাস যাতে ভারতের সরকার বদল হলেও বহাল থাকে সেজন্য প্রকল্পটিতেই এ পরিবর্তন সংযুক্ত করা হলেও বাংলাদেশের জনমতে ইতিবাচকতা আসবে। বাংলাদেশের একটি জনগোষ্ঠী ও তথ্য মাধ্যম যেভাবে মনের মাধুরী মিশিয়ে কল্পিত ইস্যু সৃষ্টি করে তার সমালোচনায় আন্দোলনের ধমক দিয়ে থাকেন, দু'দেশের সম্পর্ক যদি সার্বভৌম সমতা, পারস্পরিক স্বার্থরক্ষায় দেয়া-নেয়ার ভিত্তিতে এবং বিশ্বাসযোগ্য সুপ্রতিবেশীসুলভ মানসিকতায় দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো যায় তাহলে কোন প্রতিবন্ধতাই এর সম্মিলিত শক্তির সৃজনশীলতা রোধ করতে পারবে না। এটি অবশ্যই একটি আশ্চর্যের বিষয়, ১৯৭১ সালে নিজ দেশের প্রতিরক্ষা কিছুটা হলেও বিপন্ন করে ভারতবর্ষ সর্বশক্তি দিয়ে বাংলাদেশের এক কোটি মানুষকে আশ্রয়, মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থন, প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র, গোলাবারুদ ও কার্যকর কূটনৈতিক সমর্থন দিয়ে এবং সুশিক্ষিত ও আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে যৌথ বাহিনীতে যোগ দিয়ে বাঙালির স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া সত্ত্বেও দেশের একাংশ ওই মিত্র দেশটির কেবল দোষই দেখতে পায়।

দু'দেশের সম্পর্ক যদি সার্বভৌম সমতা, পারস্পরিক স্বার্থরক্ষায় দেয়া-নেয়ার ভিত্তিতে এবং বিশ্বাসযোগ্য সুপ্রতিবেশীসুলভ মানসিকতায় দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো যায় তাহলে কোন প্রতিবন্ধতাই এর সম্মিলিত শক্তির সৃজনশীলতা রোধ করতে পারবে না

বাংলাদেশের দামাল ছেলেদের অগ্র অভিযানে মহান মুক্তিযুদ্ধে দুর্দমনীয় যৌথ বাহিনীর চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের তিন মাসের মাথায় জাতির জনকের প্রচ্ছন্ন ইচ্ছায় মিত্রবাহিনীর ভারত প্রত্যাবর্তন ইতিহাস বিরল একটি ঘটনা। ১৯৯৬ সালে ঐতিহাসিক গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তিতে বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত হিস্যার আইনগত স্বীকৃতি ও নিম্ন নদী অঞ্চলে পানিপ্রবাহ নিশ্চিত করে ভারতবর্ষের মূলধারা আবারও বাংলাদেশের জনগণের প্রতি সদিচ্ছার নিদর্শন রেখেছেন।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ভারত সফর এবং এ উপলক্ষে স্বাক্ষরিত চুক্তিত্রয়, সমঝোতাত্রয় এবং ৫০ পয়েন্ট যৌথ ইশতেহার নিয়ে প্রত্যাশিতভাবেই রাজনৈতিক বিভক্তরেখা অনুসারে প্রতিক্রিয়া ও মতামত প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যেও কয়েকটি বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে যা অবশ্যই শুভ সংবাদ। দুটি দেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করা হলে এর সব ক'টি কোন একটি দেশের স্বার্থরক্ষা করবে আর অন্য দেশের শুধুই ক্ষতি হবে তেমনটি বোধহয় আজকাল অন্তত শান্তিকালীন সময়ে চিন্তা করা যায় না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে যে বিষয়গুলোতে একমত হয়েছেন তার কয়েকটি প্রধানত ভারতের স্বার্থকেই বেশি রক্ষা করবে, আবার কয়েকটিতে বাংলাদেশের স্বার্থ প্রাধান্য পেয়েছে। কয়েকটিতে উভয় দেশের সুবিধা সাধিত হবে, এমনকি আঞ্চলিক স্বার্থও প্রাধান্য পেতে পারে। নিঃসন্দেহে দেশটির উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যাতায়াত ও মালামাল পরিবহনে ভারত যে দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত সুবিধা পেতে যাচ্ছে তা বাংলাদেশের উদার ও মুক্তমনের পরিচয়বাহী। ওই উপঅঞ্চলে অবৈধ পথে বাংলাদেশের প্রসাধন সামগ্রী, ওষুধ, ব্যাটারি ও অন্যান্য সামগ্রীর বৈধ যাতায়াতের পথ খুলে যেতে পারে। বাড়তে পারে রফতানি আয়। চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারে ভারত যে সুবিধা পেল তাতে বাংলাদেশেরও লাভ হবে হয়তোবা তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশের পাল্লাই ভারি হবে। এ দুটি বন্দরের সংস্কার, উন্নয়ন ও পরিবর্ধন মাধ্যমে স্থায়ী ভিত্তিতে বিপুল সার্ভিস ও হ্যান্ডলিং চার্জ দেশটির বিনিয়োগযোগ্য উন্নয়ন তহবিল জোগাড় হতে পারে। নেপাল ও ভুটানকে ভারতীয় ভূখণ্ড ব্যবহার করে খুলনা ও চট্টগ্রাম বন্দরে সাগরমুখী হওয়ার সুযোগ সংশ্লিষ্ট চারটি দেশের জন্যই মঙ্গলজনক হবে। বাংলাদেশের এতে অনেক লাভ হবে। দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামি হস্তান্তর এবং সন্ত্রাস দমনে সহযোগিতা ভারত ও বাংলাদেশ উভয় দেশের জন্যই উপকারী হবে। তবে তুলনামূলকভাবে কম সম্পদের দেশ জন্মলগ্ন থেকেই সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী ঝুঁকিতে আছে— এ বিষয়ে বাংলাদেশ ভারতবর্ষের কার্যকর সহযোগিতা পেলে বেশি লাভবান হতে পারে। ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে উসকে দেয়া বাংলাদেশের দুষ্টশক্তিকে দমন করতে পারলে ভারতও যে বিপুলভাবে লাভবান হবে তা বলাই বাহুল্য। তবে ট্রানজিটের সুযোগে মারণাস্ত্র আমদানি করে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় লোকদের দমনে ব্যবহার করা হলে চুক্তির ইতিবাচক প্রাণ নষ্ট হয়ে যাবে। বাংলাদেশের সামনে এখন সবচেয়ে কঠিন সমস্যা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ঘাটতি। এ খাতের প্রান্তিকে ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যদি বাংলাদেশ আগামী দেড়-দুই বছরে জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত করতে পারে তাহলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এক ধরনের বহুমাত্রিকতা (মাল্টিপ্লেয়ার অ্যাফেক্ট) যুক্ত হবে। ১০০ কোটি ডলারের সহজ শর্ত ঋণ (শতকরা ১.৭৫ ভাগ হারে সুদ, পাঁচ বছরের গ্রেস পিরিয়ড ও বিশ বছরের পরিশোধ যদি বাংলাদেশের সম্পূর্ণ এখতিয়ার ও নিয়ন্ত্রণে, প্রধানত নদী খননে ব্যবহৃত হয় তবে তাও উন্নয়ন গতিতে নতুন শক্তি সঞ্চার করবে। যেহেতু চট্টগ্রাম ও খুলনা বন্দর দুটি বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করবে সেজন্য এর পরিবর্তন, সংস্কার ও পরিবর্ধন এবং সংযোগ সড়ক নির্মাণে ভারত একটি অংশীদারিত্বমূলক মঞ্জুরি ফান্ড (গ্রান্ট ফান্ড) দেয়ার কথা বিবেচনা করতে পারে। টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ করে বাংলাদেশের ক্ষতি না করার মৌখিক আশ্বাস আনুষ্ঠানিকতা পেলে এতে সংশয় দূর হবে। অবশ্য ট্রানজিট ও বন্দর ব্যবহারের আনুষ্ঠানিক চুক্তির বাস্তবায়নকেও বাংলাদেশের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রাপ্তির ওপর নির্ভরশীল করা যেতে পারে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যেতে পারার সুবিধা যদি ভারতের জন্য সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত হয়, অভিন্ন নদীগুলোর ন্যায্য পানিপ্রবাহ পাওয়াটাও বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। আগামী সপ্তাহ ও মাসগুলোতে যৌথ নদী কমিশনের দীর্ঘ বিলম্বিত বৈঠকে তিস্তাসহ অভিন্ন নদীগুলোর পানি বণ্টন বিষয়ে কতখানি এবং কত দ্রুত সুরাহা হয় তা কিন্তু বাংলাদেশে 'ভারতবিদ্বেষ' দূর করার একটি অগ্নিপরীক্ষা হতে পারে। এ বিষয়টির সমাধান হলে বহু প্রার্থিত হিমালয় পাদদেশে বিশালাকার জলাধারে বর্ষার পানি ধরে রেখে শীতে তা ছাড় করা এবং পরিবেশবান্ধব জলবিদ্যুৎ উৎপাদন এ অঞ্চলকে অগ্রগতির যাত্রাপথে বেশি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

বিশ্ব অর্থনীতি আজ নতুন করে পথ ও গতি খুঁজছে। যুক্তরাষ্ট্রে মহামন্দার খলনায়ককে আবারও ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান করার পরই তথ্য বের হয়ে আসে ২০০৯ সালের শেষ কোয়ার্টারের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে মনোমুগ্ধকর (বছরের হিসাবে শতকরা ৫ ভাগ)। সত্যি কথা বলতে কি, আগামী চার দশকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সন্ধান যে ক'টি দেশে পাওয়া যাবে ভারত তার প্রায় শীর্ষে। বাংলাদেশও তেমন পিছিয়ে নেই। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের গবেষক ও বিশ্লেষক ড. কাটলার বলেছেন, 'বাংলাদেশ তলাবিহীন ঝুড়ির বোঝা ঝেড়ে ফেলেছে, এখন শুধুই এগিয়ে যাওয়ার পালা।' গোল্ডম্যান স্যাক্স তো বলেই দিয়েছেন, আগামী পৃথিবীর এগারটি বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যে বাংলাদেশ স্থান করে নেবে। এসব সম্ভাবনার মুকুলকে বিকশিত করার জন্য বাংলাদেশের জনগণের হাড়ভাঙা পরিশ্রম যেমন অব্যাহতভাবে জরুরি তেমনি প্রয়োজন বিশাল হৃদয় আলোকিত নেতৃত্ব। সর্বোপরি ইতিবাচক পারিপার্শ্বিকতা প্রয়োজন। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক সেদিকেই যাচ্ছে বলে মনে হয়।

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন : *অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ; বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর*

18